ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯

"শত প্রশ্নের শত জবাব"

তারিখঃ ১২-০৩-২০১৭

ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
১ কারওয়ান বাজার, টিসিবি ভবন(৮ম তলা), ঢাকা
টেলিফোনঃ ০২-৮১৮৯০৪৪
মোবাইলঃ ০১৭১৬-৭৬৮০৭৫
ফ্যাক্সঃ ০২-৮১৮৯৪২৫
ই-মেইলঃ shahadat52862000@yahoo.com
Web: www.dncrp.gov.bd

প্রথম অধ্যায়

ধারাঃ ১- সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন **ধারাঃ ২- সংজ্ঞা** **ধারাঃ ৩- এই আইন অতিরিক্ত গণ্য হওয়া** **ধারাঃ ৪- আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি**	**প্রারম্ভিক (ধারাঃ ১-৪)** **ধারাঃ ৪ টি** **প্রশ্নোত্তরঃ ১৪ টি**

১। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সনের কত নম্বর আইন?

উত্তরঃ ২০০৯ সনের ২৬ নং আইন।

২। অভিযোগ কিভাবে করতে হবে?

উত্তরঃ ধারা- ২(২) লিখিত আকারে {বিনামূল্যে সেবা ইহার অন্তর্ভূক্ত হবে না-(২২);

৩। অভিযোগকারী কে হতে পারেন?

উত্তরঃ ধারা- ২(৩) "অভিযোগকারী" অর্থ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ, যিনি বা যাহারা এই আইনের অধীন কোন অভিযোগ দায়ের করেন–

(ক) কোন ভোক্তা;

(খ) একই স্বার্থসংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক ভোক্তা;

(গ) কোন আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন ভোক্তা সংস্থা;

(ঘ) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ বা উহার পক্ষে অভিযোগ দায়েরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(ঙ) সরকার বা, এতদুদ্দেশ্যে, সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সরকারী কর্মকর্তা; বা

(চ) সংশ্লিষ্ট পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী;

৪। উৎপাদনকারী বলতে কাকে বুঝানো হয়?

উত্তরঃ ধারা- ২(৪) "উৎপাদনকারী" অর্থ কোন ব্যক্তি, যিনি–

(ক) কোন পণ্য অথবা উহার অংশবিশেষ প্রস্তুত বা উৎপাদন করেন;

(খ) কোন পণ্য প্রস্তুত বা উৎপাদন করেন না, কিন্তু আইন অনুযায়ী অন্যের প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্যের অংশসমূহ সংযোজন করিয়া থাকেন এবং এইরূপে সংযোজিত পণ্যকে নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য বলিয়া দাবী করেন;

(গ) আইন অনুযায়ী অন্যের প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত কোন পণ্যের উপর নিজস্ব ট্রেডমার্ক সন্নিবেশ করিয়া উক্ত পণ্যকে নিজস্ব প্রস্তুতকৃত কিংবা উৎপাদিত পণ্য বলিয়া দাবী করেন; বা

(ঘ) বাংলাদেশের বাহিরে উৎপাদিত হয় এমন কোন পণ্য, যে পণ্য উৎপাদকের বাংলাদেশে কোন শাখা অফিস বা ব্যবসায়িক অফিস নাই, আমদানি বা বিতরণ করেন;

ব্যাখ্যা ঃ কোন দেশীয় উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের কোন পণ্য উহার কোন স্ব-নিয়ন্ত্রিত বা স্ব-পরিচালিত শাখা অফিসে সংযোজন করিয়া থাকিলেও, উক্ত শাখা অফিস উৎপাদক হিসাবে গণ্য হইবে না;

৫। ঔষধ বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ ধারা- ২(৫) "ঔষধ" অর্থ মানুষ, মৎস্য ও গবাদি পশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ বা রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহার্য এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী, আয়ুর্বেদিক বা অন্য যে কোন ঔষধ;

৬। খাদ্য পণ্য বলতে কি বুঝেন?

উত্তরঃ ধারা- ২ (৭) "খাদ্য পণ্য" অর্থ মানুষ বা গবাদি পশু-পাখির জীবন ধারণ, পুষ্টি সাধন ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ফল-মূল এবং পানীয়সহ অন্য যে কোন খাদ্যদ্রব্য;

৭। "নকল" পণ্য বলতে কি বুঝেন?

উত্তরঃ ধারা- ২(৯) "নকল" অর্থ বাজারজাতকরণের জন্য অনুমোদিত কোন পণ্যের অননুমোদিত অনুকরণে অনুরূপ পণ্যের সৃষ্টি বা প্রস্তুত, যাহার মধ্যে উক্ত পণ্যের গুণাগুণ, উপাদান, উপকরণ বা মান বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক;

৮। বিক্রেতা বলতে কাকে বুঝায়?

উত্তরঃ ধারা- ২(১৬) "বিক্রেতা" অর্থ কোন পণ্যের উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারী, সরবরাহকারী এবং পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

৯। "ব্যক্তি" বলতে কি বুঝেন?

উত্তরঃ ধারা- ২(১৭) "ব্যক্তি" অর্থ কোন ব্যক্তি, কোম্পানী, সমিতি, অংশীদারী কারবার, সংবিধিবদ্ধ বা অন্যবিধ সংস্থা বা উহাদের প্রতিনিধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

১০। ভোক্তা বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ ধারা- ২(১৯) "ভোক্তা" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি,–

(ক) যিনি পুনঃবিক্রয় ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ব্যতীত–

(অ) মূল্য পরিশোধে বা মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে কোন পণ্য ক্রয় করেন;

(আ) আংশিক পরিশোধিত ও আংশিক প্রতিশ্রুত মূল্যের বিনিময়ে কোন পণ্য ক্রয় করেন; বা

(ই) প্রলম্বিত মেয়াদ বা কিস্তির ব্যবস্থায় মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে কোন পণ্য ক্রয় করেন;

(খ) যিনি ক্রেতার সম্মতিতে দফা (ক) এর অধীন ক্রীত পণ্য ব্যবহার করেন;

(গ) যিনি পণ্য ক্রয় করিয়া উহা, আত্মকর্ম সংস্থানের মাধ্যমে স্বীয় জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে, বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করেন;

(ঘ) যিনি,–(অ) মূল্য পরিশোধে বা মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে কোন সেবা ভাড়া বা অন্যভাবে গ্রহণ করেন; বা

(আ) আংশিক পরিশোধিত ও আংশিক প্রতিশ্রুত মূল্যের বিনিময়ে কোন সেবা ভাড়া বা অন্যভাবে গ্রহণ করেন; বা

(ই) প্রলম্বিত মেয়াদ বা কিস্তির ব্যবস্থায় মূল্য পরিশোধের বিনিময়ে কোন সেবা ভাড়া বা অন্যভাবে গ্রহণ করেন; বা

(ঙ) যিনি সেবা গ্রহণকারীর সম্মতিতে দফা (ঘ) এর অধীন গৃহীত কোন সেবার সুবিধা ভোগ করেন;

১১। ভোক্তা অধিকার বিরোধী কাজগুলো কি কি?

উত্তরঃ ধারা- ২(২০) "ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য" অর্থ,–

(ক) কোন আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোন পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় করা বা করিতে প্রস্তাব করা;

(খ) জ্ঞাতসারে ভেজাল মিশ্রিত পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করা বা করিতে প্রস্তাব করা;

(গ) মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিকারক কোন দ্রব্য, কোন খাদ্যপণ্যের সহিত যাহার মিশ্রণ কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, উক্তরূপ দ্রব্য মিশ্রিত কোন পণ্য বিক্রয় করা বা করিতে প্রস্তাব করা;

(ঘ) কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসত্য বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করা;

(ঙ) প্রদত্ত মূল্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করা;

(চ) কোন পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়ের সময়ে ভোক্তাকে প্রতিশ্রুত ওজন অপেক্ষা কম ওজনের পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করা;

(ছ) কোন পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ওজন পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত বাটখারা বা ওজন পরিমাপক যন্ত্র প্রকৃত ওজন অপেক্ষা অতিরিক্ত ওজন প্রদর্শনকারী হওয়া;

(জ) কোন পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত পরিমাপ অপেক্ষা কম পরিমাপের পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করা;

(ঝ) কোন পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দৈর্ঘ্য পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত পরিমাপক ফিতা বা অন্য কিছু প্রকৃত দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অধিক দৈর্ঘ্য প্রদর্শনকারী হওয়া;

(ঞ) কোন নকল পণ্য বা ঔষধ প্রস্তুত বা উৎপাদন করা;

(ট) মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করা বা করিতে প্রস্তাব করা; বা

(ঠ) সেবা গ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে এমন কোন কার্য করা, যাহা কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে;

১২। সেবা বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ ধারা- ২(২২) "সেবা" অর্থ পরিবহন, টেলিযোগাযোগ, পানি-সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, জ্বালানী, গ্যাস, বিদ্যুৎ, নির্মাণ, আবাসিক হোটেল ও রেস্তোরাঁ এবং স্বাস্থ্য সেবা, যাহা ব্যবহারকারীদের নিকট মূল্যের বিনিময়ে লভ্য করিয়া তোলা হয়, তবে বিনামূল্যে প্রদত্ত সেবা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

১৩। এ আইনের অতিরিক্ত সুবিধা কি?

উত্তরঃ ধারা-৩ এ আইনের বিধানাবলী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের কোন বিধানকে ক্ষুন্ন না করিয়া অতিরিক্ত হিসেবে কার্যকর হইবে।

১৪। সরকার কিভাবে কোন প্রতিষ্ঠানকে এ আইনের প্রয়োগ হতে অব্যাহতি প্রদান করেন?

উত্তরঃ ধারা- ৪ আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি।—সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন সেবা বা এলাকাকে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য এই আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধারাঃ ৫- পরিষদ প্রতিষ্ঠা ধারাঃ ৬- সদস্য পদের মেয়াদ ধারাঃ ৭- পরিষদের সভা ধারাঃ ৮- পরিষদের কার্যাবলী ধারাঃ ৯- পরিষদের তহবিল ধারাঃ ১০- জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি প্রতিষ্ঠা ধারাঃ ১১- জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী ধারাঃ ১২- জেলা কমিটির সভা ধারাঃ ১৩- উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি ইত্যাদি ধারাঃ ১৪- জেলা কমিটি, ইত্যাদির তহবিল ধারাঃ ১৫- বাজেট ধারাঃ ১৬- হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা ধারাঃ ১৭- বার্ষিক প্রতিবেদন	**পরিষদ প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি (ধারাঃ ৫-১৭)** **ধারাঃ ১৭ টি** **প্রশ্নোত্তরঃ ১৬ টি**

১৫। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কারা এই পরিষদের সদস্য?

উত্তরঃ ধারা- ৫ পরিষদ প্রতিষ্ঠা।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ নামে একটি পরিষদ থাকিবে, যাহা নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(১) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি ইহার **চেয়ারম্যানও** হইবেন;

(২) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে;

(৩) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(৪) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(৫) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(৬) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(৭) মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(৮) খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(৯) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(১০) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(১১) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(১২) জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে;

(১৩) পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(১৪) ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(১৫) ঔষধ শিল্প সমিতির সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(১৬) কনজুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(১৭) জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(১৮) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর পরিচালক, পদাধিকারবলে;

(১৯) সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন বিশিষ্ট নাগরিক;

(২০) সরকার কতৃর্ক মনোনীত বাজার অর্থনীতি, ব্যবসা, শিল্প ও জনপ্রশাসনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অন্যূন দুইজন মহিলা সদস্য সমন্বয়ে চারজন সদস্য;

(২১) সরকার কতৃর্ক মনোনীত একজন শিক্ষক প্রতিনিধি;

(২২) সরকার কতৃর্ক মনোনীত একজন শ্রমিক প্রতিনিধি;

(২৩) সরকার কতৃর্ক মনোনীত একজন কৃষক প্রতিনিধি; এবং

(২৪) মহাপরিচালক, যিনি উহার **সচিবও** হইবেন।

১৬। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সদস্য পদের মেয়াদ কত দিন?

উত্তরঃ ধারা- ৬ সদস্য পদের মেয়াদ ।–(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে পরিষদের কোন মনোনীত সদস্য তাহার মনোনয়নের তারিখ হইতে **দুই বৎসর ছয় মাসের** জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় উহার প্রদত্ত কোন মনোনয়ন বাতিল করিয়া উপযুক্ত নূতন কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে।

১৭। প্রতি কত মাস অন্তর একটি পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে?

উত্তরঃ ধারা- ৭(৩) প্রতি **২ (দুই)** মাসে পরিষদের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

১৮। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সভায় চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে কে সভায় সভাপতিত্ব করবেন?

উত্তরঃ ধারা- ৭(৫) চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

১৯। পরিষদের কোন সদস্য পদে শূণ্যতা বা পরিষদ গঠনে ত্রুটি থাকবার কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হবে কি না?

উত্তরঃ ধারা- ৭(৮) না, শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা পরিষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

২০। এ আইন অনুসারে পরিষদের কাজগুলো কি কি?

উত্তরঃ ধারা- ৮ পরিষদের কার্যাবলী ।–পরিষদের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ–

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নে মহাপরিচালক ও জেলা কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান;

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা প্রণয়ন;

(গ) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত যে কোন বিষয় বিবেচনা করা এবং মতামত প্রদান;

(ঘ) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

(ঙ) ভোক্তা-অধিকার সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(চ) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণের সুফল এবং ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যের কুফল সম্পর্কে গণসচেতনতা গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) ভোক্তা-অধিকার সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(জ) অধিদপ্তর, মহাপরিচালক এবং জেলা কমিটির কার্যক্রম তদারকি ও পর্যবেক্ষণ; এবং

(ঝ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ।

২১। উক্ত পরিষদের তহবিল কিভাবে গঠিত হয়?

উত্তরঃ ধারা- ৯ পরিষদের তহবিল ।–(১) পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য উহার একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে এবং নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত তহবিলে জমা হইবে, যথা ঃ–

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের অনুমোদন ক্রমে কোন বিদেশী সরকার, সংস্থা বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা; এবং

(ঙ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) পরিষদের তহবিল বা উহার অংশবিশেষ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৩) তহবিলে জমাকৃত অর্থ পরিষদের নামে তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখা হইবে।

(৪) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল রক্ষণ ও উহার অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

২২। জেলা ভোক্তা অধিকার কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব কে?

উত্তরঃ ধারা- ১০(ক) জেলা প্রশাসক, পদাধিকারবলে, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

ধারা- ১০(জ) জেলা প্রশাসক কতৃর্ক মনোনীত তাহার কার্যালয়ে কর্মরত অন্যূন সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, যিনি উহার সচিবও হইবেন।

২৩। জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটিতে সিভিল সার্জন ও পুলিশ সুপার সদস্য হতে পারেন কি? কিভাবে?

উত্তরঃ ধারা- ১০(ঘ) সিভিল সার্জন, পদাধিকারবলে;

ধারা- ১০(ঙ) পুলিশ সুপার, পদাধিকারবলে;

২৪। জেলা কমিটির মেয়াদ কত দিন?

উত্তরঃ ধারা-২০(২) জেলা কমিটির মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বৎসর ছয় মাসের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন।

২৫। কত দিন অন্তর জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠেয়?

উত্তরঃ ধারা- ১২ (২) জেলা কমিটির সভা উহার সভাপতি কতৃর্ক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি মাসে জেলা কমিটির কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

২৬। জেলা কমিটির সভায় কতজন উপস্থিত হলে কোরাম হবে?

উত্তরঃ ধারা- ১২ (৪) অন্যূন ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

২৭। উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির কার্যাবলী কি কি?

উত্তরঃ ধারা- ১৩ উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি ইত্যাদি।–(১) অধিদপ্তর, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনবোধে, প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রত্যেক উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির–

(ক) সদস্য সংখ্যা, সদস্যদের মনোনয়ন, যোগ্যতা, অপসারণ ও পদত্যাগ সংক্রান্ত বিধানাবলী; এবং

(খ) দায়িত্ব, কার্যাবলী এবং সভার কার্যপদ্ধতি, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৮। এ সংক্রান্ত জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি তহবিল গঠন করতে পারে কি? যদি পারে তবে কিভাবে?

উত্তরঃ ধারা- ১৪ জেলা কমিটি, ইত্যাদির তহবিল।–(১) প্রতিটি জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি এবং ইউনিয়ন কমিটির একটি করিয়া তহবিল থাকিবে।

(২) জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি এবং ইউনিয়ন কমিটির তহবিল রক্ষণ, উহার অর্থ ব্যয় এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়াদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন মামলা, ল্যাবরেটরী পরীক্ষার খরচসহ জেলা কমিটির প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, ইউনিয়ন কমিটির তহবিল হইতে নির্বাহ করা যাইবে।

২৯। পরিষদের তহবিল কে নিরীক্ষা করতে পারবেন? কিভাবে?

উত্তরঃ ধারা- ১৬(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রতি বৎসর পরিষদের তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও পরিষদের নিকট পেশ করিবেন।

৩০। বার্ষিক প্রতিবেদন বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ ধারা- ১৭ বার্ষিক প্রতিবেদন।–পরিষদ প্রতি বৎসর ৩০ জুনের মধ্যে পূর্ববর্তী ৩১ ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসরের স্বীয় কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, উহা জাতীয় সংসদে উত্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ধারাঃ ১৮- **অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি** ধারাঃ ১৯- **অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি** ধারাঃ ২০- **মহাপরিচালক** ধারাঃ ২১- **মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।** ধারাঃ ২২- **কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ** ধারাঃ ২৩- **মহাপরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তার তদন্তের ক্ষমতা।** ধারাঃ ২৪- **পরোয়ানা জারীর ক্ষমতা** ধারাঃ ২৫- **প্রকাশ্য স্থান, ইত্যাদিতে আটক বা গ্রেফতারের ক্ষমতা** ধারাঃ ২৬- **তল্লাশী, ইত্যাদির পদ্ধতি** ধারাঃ ২৭- **ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যের জন্য দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি সাময়িকভাবে বন্ধের নির্দেশ** ধারাঃ ২৮। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ** ধারাঃ ২৯। **মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পণ্য সামগ্রী উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদির উপর বাধা নিষেধ** ধারাঃ ৩০। **প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা** ধারাঃ ৩১। **নমুনা সংগ্রহের ক্ষমতা, ইত্যাদি** ধারাঃ ৩২। **বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য, ইত্যাদি** ধারাঃ ৩৩। **বাজেয়াপ্তকরণ পদ্ধতি** ধারাঃ ৩৪। **পঁচনশীল পণ্যের নিষ্পত্তি** ধারাঃ ৩৫। **বাজেয়াপ্ত ও আটককৃত দ্রব্যাদির নিষ্পত্তি বা বিলি বন্দোবস্ত** ধারাঃ ৩৬। **ভেজাল পণ্যের সরাসরি আটক ও নিষ্পত্তি**	**অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, ইত্যাদি (ধারাঃ ১৮-৩৬)** **ধারাঃ ১৯ টি** **প্রশ্নোত্তর ১৮ টি।**

৩১। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় কোথায়?

উত্তরঃ ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

৩২। মহাপরিচালকের ক্ষমতা, দায়িত্ব ইত্যাদি কে নির্ধারণ করবেন?

উত্তরঃ ধারা-২০(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

ধারা-২০(৩) মহাপরিচালক অধিদপ্তরের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, পরিষদ কর্তৃক নির্দেশিত কার্যাবলী সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩৩। অভিযোগ কার কাছে কি কি পদ্ধতিতে দায়ের করা যাবে?

উত্তরঃ ধারা- ২০(৪) মহাপরিচালক কর্তৃক কার্যাবলী সম্পাদনের সুবিধার্থে কোন ব্যক্তি মহাপরিচালক বরাবরে ফ্যাক্স, ই-মেইল বা অন্য কোন উপায়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে।

৩৪ ও ৩৫। মহাপরিচালকের মূল কাজ গুলো কি কি ?

উত্তরঃ ধারা- ২১(১) মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভোক্তা সাধারণের অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ এবং ভোক্তা-অধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবার লক্ষ্যে সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সকল কার্যক্রম মহাপরিচালক গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ধারা- ২১(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মহাপরিচালক নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথাঃ—

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন প্রতিপক্ষ বা সংস্থার কার্যাবলীর সহিত সমন্বয় সাধন;

(খ) ভোক্তার অধিকার ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ সম্ভাব্য কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, উহাদের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) কোন পণ্য বা সেবার নির্ধারিত মান বিক্রেতা কর্তৃক সংরক্ষণ করা হইতেছে কিনা উহা তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) কোন পণ্যের বিক্রয় বা সরবরাহের ক্ষেত্রে ওজন বা পরিমাপে কারচুপি করা হইতেছে কিনা উহার তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) কোন পণ্য বা ঔষধের নকল প্রস্তুত, উৎপাদন ও বাজারজাত করা হইতেছে কিনা এবং উহার দ্বারা ক্রেতা সাধারণ প্রতারণার শিকার হইতেছে কিনা উহার তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) কোন পণ্য বা ঔষধে ভেজাল মিশ্রণ করা হইতেছে কিনা উহার তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) কোন আইন বা বিধির অধীন নির্দেশিত মতে কোন পণ্য বা ঔষধের মোড়কে উক্ত পণ্য বা ঔষধ উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার তারিখ, **সঠিক ব্যবহারবিধি ও পরিমাণ** মুদ্রণ করা হইয়াছে কিনা উহার তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) মেয়াদ উত্তীর্ণ কোন পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করা হইতেছে কিনা উহার তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঝ) মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কোন খাদ্য-পণ্য প্রস্তুত, উৎপাদন বা বিক্রয় করা ইতেছে কিনা উহার তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন কোন প্রক্রিয়ায় কোন পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ করা হইতেছে কিনা উহার তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ট) বৈধ লাইসেন্স ব্যতিরেকে অবৈধভাবে কোথাও কোন ঔষধ প্রস্তুত বা উৎপাদন করা হইতেছে কিনা উহার তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঠ) কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের জন্য অসত্য বিজ্ঞাপন দ্বারা ভোক্তা সাধারণকে প্রতারিত করা হইতেছে কিনা উহার তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ড) সাধারণ যাত্রী পরিবহনকারী কোন যানবাহন যথা–মিনিবাস, বাস, লঞ্চ, স্টিমার ও ট্রেন অবৈধভাবে অদক্ষ ও অননুমোদিত চালক দ্বারা চালনা করিয়া যাত্রীদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ করা হইতেছে কিনা উহার তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(ঢ) কোন আইন বা বিধির অধীন আরোপিত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া সেবা গ্রহীতাদের জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্ন করা হইতেছে কিনা উহার তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

ধারা- ২১(৩) মহাপরিচালক প্রতি বৎসর ৩০ এপ্রিলের মধ্যে পূর্ববর্তী ৩১ ডিসেম্বরে সমাপ্ত ১ (এক) বৎসরের স্বীয় কার্যাবলী এবং জেলার কার্যাবলী, যদি থাকে, সম্পর্কে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং উহা পরিষদের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

৩৬। মহাপরিচালক/অধঃস্তন কোন কর্মকর্তাকে অপরাধ তদন্তের ক্ষমতা দিতে পারেন কি?

উত্তরঃ ধারা- ২৩ মহাপরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তার তদন্তের ক্ষমতা।–(১) এই আইনের অধীন অপরাধ তদন্তের বিষয়ে মহাপরিচালকের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুরূপ ক্ষমতা থাকিবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মহাপরিচালকের অধঃস্তন কোন কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীন অপরাধ তদন্তের জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

৩৭। পরোয়ানা জারীর ক্ষমতা কার আছে?

উত্তরঃ ধারা- ২৪(১) মহাপরিচালক অথবা সরকারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে,–

(ক) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করিয়াছেন; বা

(খ) এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন বস্তু বা উহা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় কোন দলিল, কাগজপত্র বা কোন প্রকার জিনিসপত্র কোন স্থানে বা কোন ব্যক্তির নিকট রক্ষিত আছে;

তাহা হইলে, অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, তিনি উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার জন্য বা অপরাধ সংশ্লিষ্ট উক্ত বস্তু, দলিল, কাগজপত্র বা জিনিসপত্র যে স্থানে রক্ষিত আছে সে স্থান তল্লাশীর জন্য পরোয়ানা জারী করিতে পারিবেন।

৩৮। এই আইনের অধীনে কোন প্রকাশ্য স্থান বা যানবাহনে আইনের পরিপন্থী কোন পণ্য রহিয়াছে তা আটক করা যায় কি না?

উত্তরঃ ধারা-২৫ প্রকাশ্য স্থান, ইত্যাদিতে আটক বা গ্রেফতারের ক্ষমতা।– হ্যা যায়, এই আইনের অধীন গৃহীত কোন অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রমে কোন কর্মকর্তার যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন প্রকাশ্য স্থানে বা কোন চলমান যানবাহনে এই আইনের পরিপন্থী কোন পণ্য রহিয়াছে, তাহা হইলে তাহার অনুরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি উক্ত পণ্য তল্লাশী করিয়া আটক করিতে পারিবেন এবং উক্ত পণ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন।

৩৯। এ আইনের অধীন জারীকৃত সকল তদন্ত, পরোয়ানা, তল্লাশী, গ্রেফতার ও আটকের বিষয়ে কোন আইনের কোন ধারাগুলো প্রযাজ্য হবে?

উত্তরঃ ধারা-২৬ তল্লাশী, ইত্যাদির পদ্ধতি।—এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন জারীকৃত সকল তদন্ত, পরোয়ানা, তল্লাশী, গ্রেফতার ও আটকের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৪০। ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্যের জন্য দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সাময়িকভাবে বন্ধের নির্দেশ কে প্রদান করিতে পারেন?

উত্তরঃ ধারা- ২৭ ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যের জন্য দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি সাময়িকভাবে বন্ধের নির্দেশ।—

(১) কোন দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরী, কারখানা বা গুদামে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কোন পণ্য বিক্রয় বা উৎপাদিত হইতেছে কিংবা গুদামজাত করিয়া রাখা হইয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হইলে, মহাপরিচালক বা অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উক্ত দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরী, কারখানা বা গুদাম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালন করিতে ব্যর্থ হইলে অধিদপ্তরের পক্ষ হইতে উক্ত দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরী, কারখানা বা গুদাম তালাবদ্ধ করিয়া তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসাবে সাময়িকভাবে বন্ধ করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন ব্যবস্থা গৃহীত হইবার পর অধিদপ্তর নিয়মিত শুনানী, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তদন্ত করিয়া ভোক্তা-অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় গ্রহণ করিয়া এবং প্রকৃতই এই আইনের কোন বিধানের লঙ্ঘনের ফলে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য হইয়াছে কিনা উহা সঠিকভাবে নিরূপণ করিয়া প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) সেবা প্রদানকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই আইনের অধীন কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়া ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কোন কার্য করিয়া থাকিলে মহাপরিচালক বা অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালন করিতে ব্যর্থ হইলে অধিদপ্তরের পক্ষ হইতে সেবা সম্পর্কিত উক্ত ব্যবসা সাময়িকভাবে বন্ধ করা যাইবে।

(৬) উপ-ধারা (৪) ও (৫) এর অধীন কোন সেবামূলক ব্যবসা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হইলে অধিদপ্তর নিয়মিত শুনানী, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তদন্ত করিয়া ভোক্তা-অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় গ্রহণ করিয়া এবং প্রকৃতই এই আইনের কোন বিধানের লঙ্ঘনের ফলে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য হইয়াছে কিনা উহা সঠিকভাবে নিরূপণ করিয়া প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৪১। কোন ধারা অনুসারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়?

উত্তরঃ ধারা-২৮ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ।—এই আইনের অধীন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবার জন্য মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ অনুরোধ করা হইলে উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ সহায়তা প্রদান করিবে।

৪২ ও ৪৩। কোন ভবনে বা স্থানে প্রবেশ করার কি ক্ষমতা কর্মকর্তার রয়েছে?

উত্তরঃ ধারা-৩০ প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা।—(১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, কোন ব্যক্তি যুক্তিসংগত সময়ে, তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে যে কোন ভবনে বা স্থানে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিবার অধিকারী হইবেন, যথা ঃ—

(ক) এই আইন বা বিধির অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করা;

(খ) এই আইন বা বিধি বা তদধীন প্রদত্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ মোতাবেক উক্ত ভবনে বা স্থানে কোন কার্য পরিদর্শন করা;

(গ) কোন পণ্য বা সেবা সম্পর্কিত রেকর্ড, রেজিস্টার, দলিল অথবা তৎসংশ্লিষ্ট অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরীক্ষা এবং যাচাই করা;

(ঘ) এই আইন বা বিধি বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ ভঙ্গ করিয়া কোন ভবনে বা স্থানে কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত ব্যক্তির যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, উক্ত ভবনে বা স্থানে তল্লাশী পরিচালনা করা;

(ঙ) এই আইন বা বিধির অধীন দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার হইতে পারে এইরূপ কোন পণ্য, উপাদান, রেকর্ড, রেজিস্টার, দলিল ইত্যাদি আটক করা।

(২) কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয় বা উৎপাদনের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৪৪। কর্মকর্তাগণ পরীক্ষা করার জন্য কিভাবে নমূনা সংগ্রহ করবেন?

উত্তরঃ ধারা-৩১ নমুনা সংগ্রহের ক্ষমতা, ইত্যাদি।—(১) মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে যে কোন দোকান, গুদাম, কারখানা, প্রাঙ্গন বা স্থান হইতে যে কোন পণ্য বা পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানের নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (৩) বা, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, এই ধারার অধীন গৃহীত নমুনা সম্পর্কে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত নমুনা বা গবেষণাগারের রিপোর্ট বা উভয়ই সংশ্লিষ্ট কার্যধারায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হইবে।

(৩) উপ-ধারা (৪) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এর অধীন নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তা—

(ক) উক্ত স্থানের দখলদার বা এজেন্টকে, অনুরূপ নমুনা সংগ্রহের বিষয়ে তাহার অভিপ্রায় সম্পর্কে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নোটিশ প্রদান করিবেন;

(খ) উক্ত দখলদার বা এজেন্ট এর উপস্থিতিতে নমুনা সংগ্রহ করিবেন;

(গ) উক্ত নমুনা একটি পাত্রে রাখিয়া ইহাতে নিজের ও উক্ত দখলদার বা এজেন্ট এর স্বাক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করিয়া সীলমোহর প্রদান করিবেন;

(ঘ) সংগৃহীত নমুনার একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া উহাতে নিজে স্বাক্ষর করিবেন এবং দখলদার বা এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন;

(ঙ) মহাপরিচালক কতৃর্ক নির্ধারিত গবেষণাগারে উক্ত পাত্র অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং সংগ্রহকারী কর্মকর্তা উপধারা (৩) এর (ক) দফার অধীন নোটিশ প্রদান করেন, সেক্ষেত্রে যদি দখলদার বা এজেন্ট নমুনা সংগ্রহের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকেন, বা উপস্থিত থাকিয়াও নমুনা ও রিপোর্টে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে সংগ্রহকারী কর্মকর্তা দুই জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নিজেই তাহার স্বাক্ষর প্রদান করিয়া উহা নিশ্চিত ও সীলমোহরকৃত করিবেন এবং দখলদার বা এজেন্টের অনুপস্থিতি বা, ক্ষেত্রমত, স্বাক্ষরদানে অস্বীকৃতির কথা উল্লেখ করিয়া মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত গবেষণাগারে বিশ্লেষণের জন্য অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।

৪৫। যদি কোন পণ্যের এজেন্ট বা দখলদার পণ্যের নমূনা সংগ্রহে অসহযোগিতা করেন তবে তা সংগ্রহ করার প্রক্রিয়াটি কি?

উত্তরঃ ধারা-৩১(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং সংগ্রহকারী কর্মকর্তা উপধারা (৩) এর (ক) দফার অধীন নোটিশ প্রদান করেন, সেক্ষেত্রে যদি দখলদার বা এজেন্ট নমুনা সংগ্রহের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকেন, বা উপস্থিত থাকিয়াও নমুনা ও রিপোর্টে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে সংগ্রহকারী কর্মকর্তা দুই জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নিজেই তাহার স্বাক্ষর প্রদান করিয়া উহা নিশ্চিত ও সীলমোহরকৃত করিবেন এবং দখলদার বা এজেন্টের অনুপস্থিতি বা, ক্ষেত্রমত, স্বাক্ষরদানে অস্বীকৃতির কথা উল্লেখ করিয়া মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত গবেষণাগারে বিশ্লেষণের জন্য অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।

৪৬। এ আইনের অধীনে কি কি জিনিষ বাজেয়াপ্ত করা যাবে?

উত্তরঃ ধারা-৩২ বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য, ইত্যাদি।—এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, যে পণ্য, উপাদান, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, উপকরণ, আধার, পাত্র, মোড়ক সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সেইগুলি বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

৪৭। পঁচনশীল পণ্য কিভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে?

উত্তরঃ ধারা-৩৪ পঁচনশীল পণ্যের নিষ্পত্তি।—এই আইনের অধীন আটককৃত কোন পণ্য, যথা—মাছ, শাক-সবজি, ইত্যাদি পণ্য দ্রুত পঁচনশীল হইয়া থাকিলে উহা সংরক্ষণ না করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস বা অন্য কোন প্রকারে বিলি বন্দোবস্ত করা যাইবে।

৪৮। বাজেয়াপ্ত ও আটককৃত পণ্য কিভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে?

উত্তরঃ ধারা-৩৬ ভেজাল পণ্যের সরাসরি আটক ও নিষ্পত্তি।—এই আইনের অধীন গৃহীত কোন অনুসন্ধান, তদন্ত বা বিচার কার্যক্রমে যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন পণ্য দৃশ্যতঃ ভেজাল এবং মানুষের খাদ্য হিসাবে ভক্ষণের অযোগ্য বা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, এবং অনুরূপ অভিযোগ প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হয় বা অস্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে উক্ত পণ্য সরাসরি আটক করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস বা অন্য কোন প্রকারে বিলি বন্দোবস্ত করা যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ধারাঃ ৩৭- **পণ্যের মোড়ক, ইত্যাদি ব্যবহার না করিবার দণ্ড** ধারাঃ ৩৮- **মূল্যের তালিকা প্রদর্শন না করিবার দণ্ড** ধারাঃ ৩৯- **সেবার মূল্যের তালিকা সংরক্ষণ ও প্রদর্শন না করিবার দণ্ড** ধারাঃ ৪০- **ধার্য্যকৃত মূল্যের অধিক মূল্যে পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় করিবার দণ্ড** ধারাঃ ৪১- **ভেজাল পণ্য বা ঔষধ বিক্রয়ের দণ্ড** ধারাঃ ৪২- **খাদ্য পণ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্যের মিশ্রণের দণ্ড** ধারাঃ ৪৩- **অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণের দণ্ড** ধারাঃ ৪৪- **মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করিবার দণ্ড** ধারাঃ ৪৫- **প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করিবার দণ্ড** ধারাঃ ৪৬- **ওজনে কারচুপির দণ্ড** ধারাঃ ৪৭- **বাটখারা বা ওজন পরিমাপক যন্ত্রে কারচুপির দণ্ড** ধারাঃ ৪৮- **পরিমাপে কারচুপির দণ্ড** ধারাঃ ৪৯- **দৈর্ঘ্য পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত পরিমাপক ফিতা বা অন্য কিছুতে কারচুপির দণ্ড** ধারাঃ ৫০- **পণ্যের নকল প্রস্তুত বা উৎপাদন করিবার দণ্ড** ধারাঃ ৫১- **মেয়াদ উত্তীর্ণ কোন পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করিবার দণ্ড** ধারাঃ ৫২- **সেবা গ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপনড়বকারী কার্য করিবার দণ্ড** ধারাঃ ৫৩- **অবহেলা, ইত্যাদি দ্বারা সেবা গ্রহীতার অর্থ, স্বাস্থ্য, জীবনহানি, ইত্যাদি ঘটাইবার দণ্ড** ধারাঃ ৫৪- **মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়েরের দণ্ড** ধারাঃ ৫৫- **অপরাধ পুনঃসংঘটনের দণ্ড** ধারাঃ ৫৬- **বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি**	**অপরাধ, দণ্ড, ইত্যাদি (ধারাঃ ৩৭-৫৬)** ধারাঃ ২০ টি প্রশ্নোত্তরঃ ১৯ টি।

৪৯। পণ্যের মোড়ক ব্যবহার না করা কি দন্ডযোগ্য অপরাধ? দন্ডের পরিমান কি?

উত্তর ঃ ধারা-৩৭ পণ্যের মোড়ক, ইত্যাদি ব্যবহার না করিবার দণ্ড।—কোন ব্যক্তি কোন আইন বা বিধি দ্বারা কোন পণ্য মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করিবার এবং মোড়কের গায়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যের **ওজন, পরিমাণ, উপাদান, ব্যবহার-বিধি,** সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, প্যাকেটজাতকরণের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিবার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫০। পণ্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার দন্ড কি?

উত্তর ঃ ধারা- ৩৮ মূল্যের তালিকা প্রদর্শন না করিবার দণ্ড।—কোন ব্যক্তি কোন আইন বা বিধি দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতা অমান্য করিয়া তাহার দোকান বা প্রতিষ্ঠানের সহজে দৃশ্যমান কোন স্থানে পণ্যের মূল্যের তালিকা লটকাইয়া প্রদর্শন না করিয়া থাকিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫১। ধার্যকৃত মূল্যের অধিক মুল্যে পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয়ের শাস্তি কি হতে পারে?

উত্তরঃ ধারা-৪০ ধার্য্যকৃত মূল্যের অধিক মূল্যে পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় করিবার দণ্ড।—কোন ব্যক্তি কোন আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোন পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫২। ভেজাল পণ্য বা ঔষধ বিক্রয়ের শাস্তি কি?

উত্তরঃ ধারা-৪১ ভেজাল পণ্য বা ঔষধ বিক্রয়ের দণ্ড।—কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ভেজাল মিশ্রিত পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করিলে বা করিতে প্রস্তাব করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫৩। খাদ্য পণ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য মিশ্রণ দিলে শাস্তির বিধান কি?

উত্তরঃ ধারা-৪২ খাদ্য পণ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্যের মিশ্রণের দণ্ড।—মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক কোন দ্রব্য, কোন খাদ্য পণ্যের সহিত যাহার মিশ্রণ কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, কোন ব্যক্তি উক্তরূপ দ্রব্য কোন খাদ্য পণ্যের সহিত মিশ্রিত করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫৪। অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণের শাস্তি কি?

উত্তরঃ ধারা-৪৩ অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণের দণ্ড।—কোন ব্যক্তি মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন কোন প্রক্রিয়ায়, যাহা কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, কোন পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ করিলে তিনি অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫৫। মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করার শাস্তি কি?

উত্তরঃ ধারা-৪৪ মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করিবার দণ্ড।—কোন ব্যক্তি কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসত্য বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫৬। প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করার শাস্তির বিধান কি?

উত্তরঃ ধারা-৪৫ প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করিবার দণ্ড।—কোন ব্যক্তি প্রদত্ত মূল্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫৭। ওজনে কারচুপি করলে কি শাস্তি হতে পারে?

উত্তরঃ ধারা-৪৬ ওজনে কারচুপির দণ্ড।—কোন ব্যক্তি কোন পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়ের সময় ভোক্তাকে প্রতিশ্রুত ওজন অপেক্ষা কম ওজনে উক্ত পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫৮। বাটখারা বা ওজন পরিমাপক যন্ত্রে কারচুপি বলতে কি বুঝেন? এ ধরণের কারচুপির শাস্তি কি হতে পারে?

উত্তরঃ ধারাঃ ৪৭ বাটখারা বা ওজন পরিমাপক যন্ত্রে কারচুপির দণ্ড।—কোন পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ওজন পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত বাটখারা বা ওজন পরিমাপক যন্ত্র প্রকৃত ওজন অপেক্ষা অতিরিক্ত ওজন প্রদর্শনকারী হইলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫৯। পরিমাপে কারচুপি করলে কি কি শাস্তির বিধান রয়েছে?

উত্তরঃ ধারা-৪৮ পরিমাপে কারচুপির দণ্ড।—কোন ব্যক্তি কোন পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়ের সময় ভোক্তাকে প্রতিশ্রুত পরিমাপ অপেক্ষা কম পরিমাপে উক্ত পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬০। দৈর্ঘ্য পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত পরিমাপক ফিতাতে কারচুপি করলে কি কি শাস্তি প্রদান করা হয়?

উত্তরঃ ধারা ৪৯ দৈর্ঘ্য পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত পরিমাপক ফিতা বা অন্য কিছুতে কারচুপির দণ্ড।—কোন পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দৈর্ঘ্য পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত পরিমাপক ফিতা বা অন্য কিছুতে কারচুপি করা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬১। পণ্যের নকল প্রস্তুত বা উৎপাদন করলে কি কি শাস্তির বিধান রয়েছে?

উত্তরঃ ধারা-৫০ পণ্যের নকল প্রস্তুত বা উৎপাদন করিবার দণ্ড।—কোন ব্যক্তি কোন পণ্যের নকল প্রস্তুত বা উৎপাদন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬২। মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বা ঔষধ বিক্রয়ের শাস্তি কি?

উত্তরঃ ধারা-৫১ মেয়াদ উত্তীর্ণ কোন পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করিবার দণ্ড।—কোন ব্যক্তি মেয়াদ উত্তীর্ণ কোন পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করিলে বা করিতে প্রস্তাব করিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬৩। সেবা গ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্নকারী কার্যের শাস্তি কি?

উত্তরঃ ধারা-৫২ সেবা গ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্নকারী কার্য করিবার দণ্ড।—কোন ব্যক্তি, কোন আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত বিধি-নিষেধ অমান্য করিয়া সেবা গ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপনড়ব হইতে পারে এমন কোন কার্য করিলে, তিনি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬৪। অবহেলা, ইত্যাদি দ্বারা সেবা গ্রহীতার অর্থ, স্বাস্থ্য, জীবনহানি, ইত্যাদি ঘটানোর শাস্তি কি?

উত্তরঃ ধারা-৫৩ অবহেলা, ইত্যাদি দ্বারা সেবা গ্রহীতার অর্থ, স্বাস্থ্য, জীবনহানি, ইত্যাদি ঘটাইবার দণ্ড।– কোন সেবা প্রদানকারী অবহেলা, দায়িত্বহীনতা বা অসতর্কতা দ্বারা সেবা গ্রহীতার অর্থ, স্বাস্থ্য বা জীবনহানী ঘটাইলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬৫। মিথ্যা ও হয়রানীমূলক মামলা দায়ের করা হলে তাতে কি শাস্তি প্রযোজ্য?

উত্তরঃ ধারা-৫৪ মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়েরের দণ্ড।–কোন ব্যক্তি, কোন ব্যবসায়ী বা সেবা প্রদানকারীকে হয়রানি বা জনসমক্ষে হেয় করা বা তাহার ব্যবসায়িক ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায়ে মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করিলে, উক্ত ব্যক্তি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬৬। এ আইনের অধীনে কোন অপরাধ পুনরায় সংগঠিত হলে তার জন্য কি পরিমান শাস্তি প্রযোজ্য হবে?

উত্তরঃ ধারা- ৫৫ অপরাধ পুনঃসংঘটনের দণ্ড।–এই আইনে উল্লেখিত কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তি যদি পুনরায় একই অপরাধ করেন তবে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ যে দণ্ড রহিয়াছে উহার দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬৭। অবৈধ্য পণ্য বা পণ্য প্রস্তুতের উপাদান সামগ্রী, ইত্যাদি রাষ্ট্রের অনুকূলে কিভাবে বাজেয়াপ্তের করা হয়?

উত্তরঃ ধারা-৫৬ বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি।–এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী ধারাসমূহে বর্ণিত দণ্ডের অতিরিক্ত, আদালত যথাযথ মনে করিলে, অপরাধের সংশ্লিষ্ট অবৈধ পণ্য বা পণ্য প্রস্তুতের উপাদান, সামগ্রী, ইত্যাদি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের আদেশ করিতে পারিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ধারাঃ ৫৭- বিচার ধারাঃ ৫৮- সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার ধারাঃ ৫৯- অপরাধের জামিন, আমলযোগ্যতা ও আপোষযোগ্যতা ধারাঃ ৬০- অভিযোগ ধারাঃ ৬১- তামাদি ধারাঃ ৬২- পণ্যের ত্রুটি পরীক্ষা ধারাঃ ৬৩- ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ধারাঃ ৬৪- দ্বিতীয়বার বিচার নিষিদ্ধ ধারাঃ ৬৫- আপীল	**বিচার, ইত্যাদি (ধারাঃ ৫৭-৬৫)** ধারাঃ ৯ টি প্রশ্নোত্তরঃ ১০ টি।

৬৮। মামলার বিচার কে করতে পারেন?

উত্তরঃ ধারা ৫৭ বিচার।–(১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কতৃর্ক বিচার্য হইবে।

(২) Code of Criminal Procedure, 1898 এ নির্ধারিত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অর্থদণ্ড আরোপ সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতা এই আইনের অধীন নির্ধারিত অর্থদণ্ড আরোপে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাকে সীমিত করিবে না।

৬৯। Code of Criminal Procedure, 1898 এ নির্ধারিত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অর্থদন্ড আরোপ সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতা এ আইনের অধীনে নির্ধারিত অর্থদন্ড আরোপে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাকে সীমিত করবে কি না?

উত্তরঃ ধারা ৫৭(২) Code of Criminal Procedure, 1898 এ নির্ধারিত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অর্থদণ্ড আরোপ সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতা এই আইনের অধীন নির্ধারিত অর্থদণ্ড আরোপে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাকে সীমিত করিবে না।

৭০। Code of Criminal Procedure, 1898 এর Chapter XII তে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতি এ আইনের অপরাধ সমূহ বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে কি না?

উত্তরঃ ধারা-৫৮ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার।–ধারা ৫৭ এর বিধানকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, আদালত, ক্ষেত্রমত, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ বিচারের ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898 এর Chapter XXII তে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি, যতদূর প্রযোজ্য হয়, অনুসরণ করিবে।

৭১। এ আইনের অধীনে অপরাধ সমূহ জামিনযোগ্য কি না?

উত্তরঃ ধারা-৫৯ অপরাধের জামিন, আমলযোগ্যতা ও আপোষযোগ্যতা।–এই আইনের অধীন সকল অপরাধ জামিনযোগ্য (bailable), আমলযোগ্য (cognizable) ও আপোষযোগ্য (compoundable) হইবে।

৭২। ঘটনার কত দিনের মধ্যে একজন ভোক্তা অভিযোগ দায়ের করতে পারেন?

উত্তরঃ ধারা-৬০ অভিযোগ।–কোন ব্যক্তি, কারণ উদ্ভব হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এই আইনের অধীন ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য সম্পর্কে মহাপরিচালক কিংবা অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার নিকট অভিযোগ না করিলে উক্ত অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৭৩। Limitation Act, 1908 এর ৬০ ধারার অধীনে অভিযোগ সংঘটিত হবার ৯০ দিনের মধ্যে মামলা দায়ের করা না হলে ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত অপরাধ বিচারার্থে আমলে নেবেন কি না?

উত্তরঃ ধারা-৬১ না, তামাদি।–Limitation Act, 1908 (Act No. IX of 1908) এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, **ধারা** ৬০ এর অধীন অভিযোগ দায়ের হইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মামলা দায়েরের নিমিত্ত অভিযোগপত্র দাখিল করা না হইলে, ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ আমলে গ্রহণ করিবেন না।

৭৪। কোন কর্মকর্তা কোন দোকান বা প্রতিষ্ঠান বা স্থান হতে কোন নমুনা সংগ্রহণ করতে পারেন কি না?

উত্তরঃ ধারা-৬২(১)(ক)(খ) (১) কোন পণ্যের ত্রুটি সম্পর্কে অভিযোগের সত্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন যে, উক্ত পণ্যের ত্রুটি যথাযথ বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা ব্যতীত অভিযোগের সত্যতা নিরূপণ করা সম্ভব নহে, সেই ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট,–

(ক) অভিযোগকারীর নিকট হইতে উক্ত পণ্যের একটি নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহা সীলমোহর ও প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রত্যয়ন করিবেন; এবং (খ) দফা (ক) এর অধীন সীলমোহরকৃত পণ্যটির বিরুদ্ধে উত্থাপিত ত্রুটি বা অন্য কোন ত্রুটি বিদ্যমান থাকিবার বিষয়ে পরীক্ষার প্রয়োজনীয় নির্দেশসহ উহা যথাযথ গবেষণাগারে প্রেরণ করিবেন।

৭৫। ম্যাজিস্ট্রেট দোষী ব্যক্তিকে কি ধরনের শাস্তি দিতে পারেন?

উত্তর ঃধারা-৬৩ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা।—এই অধ্যায়ের অধীন অনুষ্ঠিত বিচারে ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনে অনুমোদিত যে কোন দণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

৭৬। এ আইনের অধীনে একই অপরাধের জন্য দ্বিতীয়বার বিচার করা যায় কি না?

উত্তরঃ ধারা-৬৪ এই আইনের অধীন দণ্ডণীয় কোন অপরাধে কোন ব্যক্তিকে এই আইনের বিধান অনুসারে বিচার করিয়া দোষী বা নির্দোষ সাব্যস্ত করা হইলে, তাহাকে উক্ত একই অপরাধের জন্য পুনর্বার অন্য কোন আইনের অধীন বিচার করা যাইবে না।

৭৭। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা আদেশ দ্বারা কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হলে তিনি উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে কোথায় আপীল করবেন?

উত্তরঃ ধারা-৬৫ আপীল।—ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা আদেশ দ্বারা কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত রায় বা আদেশ প্রদত্ত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে স্থানীয় অধিক্ষেত্রের সেশন জজের আদালতে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধারাঃ ৬৬- দেওয়ানী প্রতিকার ধারাঃ ৬৭- দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা ধারাঃ ৬৮- দেওয়ানী আপীল	দেওয়ানী কার্যক্রম ও প্রতিকার (ধারাঃ ৬৬-৬৮) ধারাঃ ৩ টি প্রশ্নোত্তরঃ ৩ টি

৭৮। দেওয়ানী আদালত কোন অধিক্ষেত্রের মধ্যে কোন আদালতকে বুঝাইবে?

উত্তরঃ ধারা-৬৬(২) এই আইনের অধীন উপযুক্ত দেওয়ানী আদালত বলিতে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অধিক্ষেত্রের যুগ্ম-জেলা জজের আদালতকে বুঝাইবে।

৭৯। এ আইনের অধীনে দেওয়ানী আদালতের কি কি ক্ষমতা রয়েছে?

উত্তরঃ ধারা-৬৭ দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা।–দেওয়ানী আদালত নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন প্রতিকার প্রদান করিতে পারিবে, যথা ঃ–

(ক) ক্রটিপূর্ণ পণ্য যথাযথ পণ্য দ্বারা প্রতিস্থাপনের জন্য বিবাদীকে নির্দেশ প্রদান;

(খ) ক্রটিপূর্ণ পণ্য ফেরত গ্রহণ করিয়া উক্ত পণ্যের মূল্য বাদীকে ফেরত প্রদান করিবার জন্য বিবাদীকে নির্দেশ প্রদান;

(গ) ক্ষতিপূরণের জন্য বাদীকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, যাহা আর্থিক মূল্যে নিরূপিত ও প্রমাণিত ক্ষতির অনূর্ধ্ব পাঁচগুণ পর্যন্ত হইতে পারিবে, প্রদানের জন্য বিবাদীকে নির্দেশ প্রদান; মামলার খরচ প্রদানের জন্য বিবাদীকে নির্দেশ প্রদান।

৮০। দেওয়ানী মামলার রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে কত দিনের মধ্যে কোথায় আপীল করতে হবে?

উত্তরঃ ধারা-৬৮ দেওয়ানী আপীল।–Code of Civil Procedure, 1908 এবং Civil Courts Act, 1887 এ ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, **ধারা ৬৭** এর অধীন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করা যাইবে।

সপ্তম অধ্যায়

ধারাঃ ৬৯- আইনের অধীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ধারাঃ ৭০- অধিদপ্তর কতৃর্ক গৃহীতব্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা ধারাঃ ৭১- ফৌজদারী কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা ধারাঃ ৭২- ঔষধ বিষয়ক বিশেষ বিধান ধারাঃ ৭৩- বেসরকারী স্বাস্থ্য পরিসেবা পরিবীক্ষণ ধারাঃ ৭৪- গ্রেফতার বা আটক সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ ধারাঃ ৭৫- অন্য আইনে অপরাধ হইবার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি ধারাঃ ৭৬- অভিযোগ এবং জরিমানার টাকায় অভিযোগকারীর অংশ ধারাঃ ৭৭- সরল বিশ্বাসে কৃতকার্য ধারাঃ ৭৮- দায় হইতে অব্যাহতি ধারাঃ ৭৯- ক্ষমতা অর্পণ ধারাঃ ৮০- বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ধারাঃ ৮১- প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ধারাঃ ৮২- ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি	**বিবিধ (ধারাঃ ৬৯-৮২)** ধারাঃ ১৪ টি প্রশ্নোত্তরঃ ২০ টি

৮১। মহাপরিচালকের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ আইনের কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পরবেন কি?

উত্তরঃ ধারা-৬৯ আইনের অধীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা।–(১) এই আইনের অধীন মহাপরিচালকের যে সকল ক্ষমতা ও কার্যাদি রহিয়াছে ঐ সকল ক্ষমতা ও কার্যাদি কোন জেলার স্থানীয় অধিক্ষেত্রে উক্ত জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের থাকিবে এবং মহাপরিচালকের পূর্বানুমোদন ব্যতীতই তিনি ঐ সকল ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্যাদি সম্পাদন করিতে পারিবেন।

(২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাহার পক্ষে কার্য সম্পাদনের জন্য তাহার ক্ষমতা, তৎকর্তৃক নির্ধারিত কোন শর্তে, তাহার অধঃস্তন কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন গৃহীত কোন কার্যক্রম সম্পর্কে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বা ক্ষেত্রমত, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মহাপরিচালককে লিখিতভাবে অনতিবিলম্বে অবহিত করিবেন।

৮২। কোথায় কোথায় এ আইন অনুযায়ী অভিযোগ দায়ের করা যাবে?

উত্তরঃ ধারা-৬৯ মহাপরিচালক, পরিচালক, উপ-পরিচালক, বিভাগীয় পরিচালক, সহকারী পরিচালক, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সকল নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বরাবরে অভিযোগ দায়ের করা যাবে।

৮৩। কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তার অধিস্থ কোন এ্যক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে কিভাবে ক্ষমতা অপর্ণ করতে পারেন?

উত্তরঃ ধারা- ৬৯ (২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাহার পক্ষে কার্য সম্পাদনের জন্য তাহার ক্ষমতা, তৎকর্তৃক নির্ধারিত কোন শর্তে, তাহার অধঃস্তন কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৮৪। একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তার অধীভুক্ত জেলায় এ আইনের অধীনে কার্য সম্পাদনের জন্য ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন কি?

উত্তরঃ ধারা- ৬৯(২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাহার পক্ষে কার্য সম্পাদনের জন্য তাহার ক্ষমতা, তৎকর্তৃক নির্ধারিত কোন শর্তে, তাহার অধঃস্তন কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৮৫। কোন প্রতারক ব্যবসায়ি যদি জরিমানার অর্থ প্রদান না করেন তবে আইনানুযায়ী কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে?

উত্তরঃ ধারা- ৭০ (৪) এই ধারার অধীন আরোপিত জরিমানা দোষী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে প্রদান করিবেন। ও (৫) উপ-ধারা (৪) এর বিধানমতে আরোপিত জরিমানা দোষী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় প্রদান না করিলে দণ্ড আরোপকারী কর্তৃপক্ষ ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৮৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ক্রোক ও বিক্রয়ের মাধ্যমে জরিমানার উক্ত অর্থ আদায় করিতে পারিবেন এবং আরোপিত জরিমানার ২৫ শতাংশ পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ খরচ বাবদ আদায় করিতে পারিবেন।

৮৬। আপনার মতে এ আইনের কি কি সীমাবদ্ধতা রয়েছে?

উত্তরঃ ধারা-৭১ ফৌজদারী কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা।–(১) এই আইনের অধীন ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যের অভিযোগে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে কোন মামলা সরাসরি দায়ের করা যাইবে না।

(২) কোন ভোক্তা বা অভিযোগকারী মহাপরিচালক বা মহাপরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

৮৭। ব্যবসায়ের লাইসেন্স বাতিল করা যাবে কোন ধারা মোতাবেক এবং কিভাবে?

উত্তরঃ ধারা-৭০(১) এই আইনের অধীন ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধকল্পে বা ভোক্তা-অধিকার বিরোধী অপরাধ বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা এই আইনের চতুর্থ অধ্যায় এ বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়া থাকিলেও, সমীচীন মনে করিলে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে, দণ্ড আরোপ না করিয়া এবং ফৌজদারী মামলা দায়েরের লক্ষ্যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া, কেবল জরিমানা আরোপ, ব্যবসার লাইসেন্স বাতিল, ব্যবসায়িক কার্যক্রম সাময়িক বা স্থায়ীভাবে স্থগিতকরণ সম্পর্কিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৮৮। কোন দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি জরিমানা পরিশোধে সর্বোচ্চ কত দিন সময় পেতে পারেন?

উত্তরঃ ধারা-৭০(৪) এই ধারার অধীন আরোপিত জরিমানা দোষী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে প্রদান করিবেন।

৮৯। এ আইনের অধীনে কোন কর্মকর্তা অনুসন্ধান করে উদঘাটন করলেন যে কোন কারখানায় নকল ঔষধ প্রস্তুত হচ্ছে। তিনি কি করবেন?

উত্তরঃ ধারা-৭২(১) ঔষধে ভেজাল মিশ্রণ বা নকল ঔষধ প্রস্তুত করা হইতেছে কিনা অনুসন্ধান করিয়া উহা উদ্‌ঘাটন করিবার ক্ষমতা ও দায়িত্ব মহাপরিচালকের থাকিলেও, উহাদের বিষয়ে এই আইনের অধীন কোন বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ বা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না।

ধারা- ৭২(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধের ক্ষেত্রে Special Powers Act, 1974 (Act No. XIV of 1974) এর section 25C এর অধীন মামলা দায়ের করিতে হইবে।

৯০। এ অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা অনুসন্ধান করে উদঘাটন করলেন যে, বেসরকারী হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিসেবা যাতে ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হচ্ছে- তখন তিনি কি করবেন?

উত্তরঃ ধারা-৭৩(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানের অধীন বেসরকারী স্বাস্থ্য পরিসেবা খাতে পরিলক্ষিত ত্রুটিবিচ্যুতির বিষয়ে প্রতিকারমূলক কোন ব্যবস্থা মহাপরিচালক গ্রহণ করিবেন না; তিনি সচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে বিষয়টি অবহিত করিবেন মাত্র।

৯১। এই আইনের অধীনে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হলে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে কোন ধারা মোতাবেক?

উত্তরঃ ধারা-৭৪ গ্রেফতার বা আটক সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ।—এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইলে বা কোন বস্তু আটক করা হইলে, গ্রেফতারকারী বা আটককারী কর্মকর্তা তৎসম্পর্কে লিখিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবিলম্বে অবহিত করিবেন এবং প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৯২। কোন অপরাধের প্রকৃত ও গুরুত্ব বিবেচনা করে কোন কর্মকার্তা মনে করেন যে, বিষয়টি উচ্চতর দন্ডযোগ্য অপরাধ তাহলে তিনি কি করবেন?

উত্তরঃ ধারা-৭৫ অন্য আইনে অপরাধ হইবার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ (যেমন-পণ্যে ভেজাল মিশ্রণ, পণ্যের নকল প্রস্তুত, ইত্যাদি) যদি অন্য কোন বিশেষ আইনে বিশেষ অপরাধ হিসাবে উচ্চতর দণ্ডযোগ্য অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই আইনের অধীন ভোক্তা-অধিকার বিরোধী বিশেষ অপরাধ হিসাবে গণ্য করিয়া বিচারার্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনত কোন বাধা থাকিবে না ঃ তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া যদি অধিদপ্তর মনে করে যে, উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার ও উপযুক্ত শাস্তি হওয়া সমীচীন হইবে, তাহা হইলে অধিদপ্তর কার্যকর বিচারের উদ্দেশ্যে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা না করিয়া বিশেষ ট্রাইব্যুনালে অধিদপ্তরের পক্ষ হইতে মামলা দায়েরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৯৩। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী অভিযোগ থেকে আদায়কৃত অর্থ কোন ধারা মতে প্রাপ্য হন না?

উত্তরঃ ধারা-৭৬(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অর্থ আদায় হইয়া থাকিলে উক্ত আদায়কৃত অর্থের ২৫ শতাংশ তাৎক্ষণিকভাবে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অভিযোগকারীকে প্রদান করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযোগকারী অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী হইয়া থাকিলে, তিনি এই উপ-ধারায় উল্লিখিত আদায়কৃত অর্থের ২৫ শতাংশ প্রাপ্য হইবেন না।

৯৪। অভিযোগকারী অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী হলে আদায়কৃত জরিমানার কত অংশ প্রাপ্য হবেন?

উত্তরঃ ধারা-৭৬(৫) এই ধারার অধীন আদালতে বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে নিয়মিত ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হইলে এবং নিয়মিত মামলায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া জরিমানা করা হইলে এবং উক্ত জরিমানার অর্থ আদায় করা হইলে, উহার ২৫ শতাংশ অর্থ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অভিযোগকারীকে প্রদান করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযোগকারী অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী হইয়া থাকিলে, তিনি এই উপ-ধারায় উল্লিখিত আদায়কৃত অর্থের ২৫ শতাংশ প্রাপ্য হইবেন না।

৯৫। যে কোন ব্যক্তি এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন পণ্যের নকলের বিষয়টি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরীক্ষা পূর্বক অভিযোগ দায়ের করতে পারন কি?

উত্তরঃ ধারা-৭৬(৬) হ্যা, পারেন।

(৬) যে কোন ব্যক্তি এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন পণ্যের নকল বা ভেজালের বিষয়টি ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা বা গবেষণাগারে পরীক্ষা করাইয়া ফলাফলসহ অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

৯৬। কর্মকর্তাদের সরল বিশ্বাসে কৃতকর্মের কোন রক্ষা কবচ আছে কি? থাকলে তা কোন ধারায় রয়েছে?

উত্তরঃ ধারা-৭৭ সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য।—এই আইনের বা কোন বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকার, পরিষদ, পরিষদের কোন সদস্য, অধিদপ্তর, অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৯৭। মহাপরিচালক প্রয়োজনবোধে কাকে কিভাবে এ আইনের অধীনে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন?

উত্তরঃ ধারা-৭৯ ক্ষমতা অর্পণ।—মহাপরিচালক, প্রয়োজনবোধে, পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন তাহার উপর অর্পিত যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব, লিখিত আদেশ দ্বারা, অধিদপ্তরের
কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৯৮। এই আইনের মূল পাঠ কোন ভাষাতে প্রাধান্য পাবে? কেন?

উত্তরঃ ধারা-৮২ ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি।—(১) এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, মূল পাঠের ইংরেজীতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৯৯। ভোক্তা অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে বর্ণিত আছে এরকম আইনের সংখ্যা কতটি?

উত্তরঃ ৩৯ টি

১০০। অভিযোগ নিষ্পত্তি হতে মোট কত দিন লাগে?

উত্তরঃ ধারা- অভিযোগ নিষ্পত্তি হতে সর্বোচ্চ ৭ দিন লাগে। বিশেষ ক্ষেত্রে যখন ল্যাবরেটরি টেস্টের রিপোর্ট দরকার হয় সে ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১ মাস। অভিযোগ করার জন্য নির্ধারিত কোন ফরম নেই।

---------- ০ ----------